উত্তরঃ ভূমিকা : উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের চর্চায় যে ক-জন মুসলিম সাহিত্য সাধক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন [১৮৪৭-১৯১১] সর্বাধিক খ্যাতিমান। তবে, তাঁর খ্যাতির মূল উৎস 'বিষাদসিন্ধু' [রচনাকাল ১৮৮৫-১৮৯১] গ্রন্থটি। বস্তুত মীর মশাররফ হোসেন ছোট বড় প্রায় বিয়াল্লিশটি গ্রন্থ রচনা করলেও 'বিষাদ-সিন্ধু'র জন্যই তিনি বাঙালি পাঠক সমাজে পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। বাঙালি সমাজে 'বিষাদ-সিন্ধু' বলতে মীর মশরারফ হোসেন এবং মীর মশাররফ হোসেন বলতে 'বিষাদ-সিন্ধু'কে বোঝাত। এ-উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র ইমাম হাসান। এ-উপন্যাসে ইমাম হাসানের পিতার নাম আলী; মাতার নাম বিবি ফাতেমা, তিনি প্রভু মোহাম্মদের দৌহিত্র।

ইমাম হাসানের পরিচয় : হযরত আলী (রা)-এর প্রথম পুত্র হাসান (রা)। হাসান চরিত্র কেবলই সদ্‌গুণের ধারক-বাহক ছিলেন। তাঁর মধ্যে কর্তব্যবোধ-নির্ভীকতা, সত্যপ্রিয়তা, ক্ষমাশীলতা, আবেগপ্রবণতা, সরলতা প্রভৃতি গুণের সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর তিনজন স্ত্রী ছিল– প্রথমা স্ত্রী হাসনেবানু, দ্বিতীয়া স্ত্রী জায়েদা এবং সর্বশেষ আবদুল জব্বারের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী যে ছিল এজিদের স্বপ্নের রানি তাকে তিনি বিবাহ করে তৃতীয়া স্ত্রীর মর্যাদা দেন।

সপত্নীবাদের শিকার ইমাম হাসান : ক্ষমতা লোলুপ, নারী লোভী এজিদ ছলে-বলে-কৌশলে হাসানের স্ত্রী জয়নাবকে পেতে চায়। তাই সে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। সে জালে আটকা পড়ে জায়েদা। জায়েদা হাসানের দ্বিতীয়া স্ত্রী। হাসানের প্রথমা স্ত্রী হাসনেবানুকে জায়েদা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত। কিন্তু যে মুহূর্তে হাসান জয়নাবকে বিবাহ করে, সেই ক্ষণ থেকে আবহাওয়া অন্যরকম হয়ে যায়। জায়েদার ধারণা হলো, হাসান জয়নাবকে বেশি ভালোবাসেন। এ সময়ে এজিদ কর্তৃক নিযুক্ত গুপ্তচর কুটিলা মায়মুনা এল দুরভিসন্ধি নিয়ে। মায়মুনার উসকানিতে জয়নাবের প্রতি ঈর্ষান্বিত জায়েদা হাসানকে বিষপ্রয়োগে হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

মুসাল নগরীতে ইমাম হাসান : ইমাম হাসান মুসাল নগরে গিয়েছিলেন কিছুদিন শান্তিতে থাকবেন বলে। কিন্তু ঐ নগরেও তার জন্য শত্রুরা আগে থেকে অপেক্ষা করছিল। ঐ নগরের একচক্ষুবিহীন জনৈক বৃদ্ধের প্রভু মোহাম্মদের প্রতি জাতক্রোধ ছিল, শেষে সেই ক্রোধ, শত্রুতা তাঁর সন্তান-সন্ততি পরিশেষে হাসান-হোসেনের প্রতি এসেছিল। সেই বৃদ্ধ প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সুযোগ পেলেই মোহাম্মদের বংশমধ্যে যাকে হাতে পাবে, তারই প্রাণ সংহার করবে। ঘটনাক্রমে ইমাম হাসান মুসাল নগরে এলে বৃদ্ধও তাঁর কাছে আসেন ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সুযোগ খুঁজতে থাকেন কীভাবে হাসানকে হত্যা করবেন। বৃদ্ধ ইমাম হাসানকে হত্যা করার জন্য একটি বর্শা হাসানের উপাসনা মন্দিরের পাশে লুকিয়ে রেখেছিল। হাসান যখন মন্দিরে উপাসনায় ব্যস্ত ছিলেন তখন বৃদ্ধ তাকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করেন; কিন্তু ইমাম হাসানের প্রধান মিত্র আব্বাসের কৌশলে হাসান পরিত্রাণ লাভ করেন। বর্শাটি পিঠে না লেগে হাসানের পদতলে লেগেছিল। বর্শার আঘাতে হাসান ক্রমেই অস্থির হয়ে পড়েন। আর ক্ষত স্থানটিও ভয়ানক আকার ধারণ করে। ইমাম হাসান বর্শার আঘাত পেয়ে মুসাল নগর পরিত্যাগ করে আবার মদিনায় ফিরে যান: সেখানে যেয়ে রওজা মোবারকের ধুলা মেখে বিষের যন্ত্রণা থেকে অনেকটা মুক্তি লাভ করেন; কিন্তু আঘাতের বেদনা-যাতনা তেমনি থাকে। এভাবেই ইমাম হাসান মুসাল নগরে যেয়ে বর্শাবিদ্ধ হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করেন।

জায়েদার প্রতিহিংসার শিকার ইমাম হাসান : জায়েদা ইমাম হাসানকে দুই বার বিষ প্রয়োগ করেও হত্যা করতে ব্যর্থ হন। এরপর মায়মুনা জায়েদাকে মহাবিষ এনে দেয় হাসানকে প্রয়োগ করার জন্য। হাসান মুসাল নগর থেকে বর্শার আঘাত পেয়ে ফিরে আসেন; এবং হাসনেবানু ও জয়নাব ছাড়া কারো সেবাশুশ্রূষা নিতেন না। একরাতে

হাসানের পাশ থেকে হাসনেবানু চলে যান ঈশ্বরের নিকট স্বামীর আরোগ্য কামনা করতে। সেই সুযোগেই জায়েদা বিষের পুঁটুলি নিয়ে হাসানের ঘরে প্রবেশ করে। ঘরে ঢুকে জায়েদা দেখে যে, ইমাম হাসান শুয়ে আছেন, জয়নাব বিষণ্নমনে হাসানের পা আপন বক্ষে রেখে শুয়ে আছেন। সবকিছু নিজের অনুকূলে ভেবে জায়েদা তাড়াতাড়ি বিষের পুঁটুলি খুলে সুরাহীর মুখের কাপড়ের উপর সমুদয় হীরকচূর্ণ ঢেলে দেন। ডান হাত দিয়ে সুরাহীর মুখবন্ধবস্ত্রের উপর বিষ ঘষে দেন। সমস্ত চূর্ণ জলে প্রবেশ করলে জায়েদা দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে যান। ইমাম হোসেন সেই সুরাহীর জল পান করেই মহাবিষের প্রভাবে মৃত্যুবরণ করেন। জায়েদার উদ্দেশ্য সফল হয়।

ক্ষমাশীল ইমাম হাসান : লোভের বশবর্তী হয়ে জায়েদা তার স্বামী হাসানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে। মৃত্যুর পূর্বে বিষক্রিয়ায় জর্জরিত হাসান টের পায় তার হত্যাকারী কে? অনুজ হোসেনের শত অনুরোধেও হাসান হত্যাকারীর নাম বলেনি। ইমাম হাসান মৃত্যুর পূর্বে বুঝতে পেরেছেন তাঁকে বিষ দিয়ে কে হত্যা করেছে। তিনি বোঝেন তাঁর স্ত্রী জায়েদা তাকে বিষপ্রয়োগ করেছে। মৃত্যুরপূর্বে তাঁর মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ধারণ করে– তিনি বুঝতে পারেন তাঁর মায়ের কথা সত্যি হতে চলেছে। তিনি মৃত্যুপূর্বে জায়েদাকে ক্ষমা করেন এবং বলেন, 'সুখে থাক, আমি তোমায় ক্ষমা করলাম।' তাছাড়া জায়েদাকে এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন যে, তিনি বেহেশতের দ্বারে জায়েদার জন্য অপেক্ষা করবেন। তার বিচারের ভার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়ে হোসেনকে নিষেধ করেছেন যেন সে বিষদাতাকে খুঁজে পেলেও শাস্তি না দেয় এবং তার ছেলে কাসেমের সাথে হোসেনের মেয়ে সখিনার বিয়ের কথা বলে যান।

নিয়তির শিকার ইমাম হাসান : এ-উপন্যাসের শুরুতেই জিব্রাইলের মাধমে স্রষ্টা নবি করীম (স)-কে জানিয়েছিলেন এজিদ ইমাম হাসান-হোসেনের মৃত্যুর কারণ এবং কীভাবে হবে– ঘটেছিল তাই। তাছাড়া মা ফাতিমা একবার সশরীরে আল্লাহর আদেশে একটি মনোরম স্থানে উপনীত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি দুটি অতি রমণীয় সুসজ্জিত একটি সবুজ এবং একটি লোহিত বর্ণ বাড়ি দেখতে পান। তিনি প্রহরীর নিকট এমন বাড়ির উদ্দেশ্য জানতে চান। প্রহরী মা ফাতেমার প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আপনার অন্তরের নিধি, হৃদয়ের ধন নয়নের পুতলি হাসান-হোসেনের জন্য এই দুইটি ঘর প্রস্তুত হইয়াছে।' মা ফাতেমা ঘরের ভিন্ন ভিন্ন রঙের কারণ জানতে চান– প্রহরী ভয়ে কোনো উত্তর না করলে জিবরাইল (আ) উত্তরে বলেন, 'সবুজ বর্ণ গৃহ জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র হাসানের জন্য; লোহিতবর্ণ গৃহ কনিষ্ঠ দৌহিত্র হোসেনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আপনার অভাবে একদল পিশাচ শত্রুতা করিয়া হাসানকে বিষপান করাইবে এবং মৃত্যুসময়ে হাসানের মুখ সবুজবর্ণ হইবে; তন্নিমিত্তই গৃহটি সবুজবর্ণ। ঐ শত্রুগণ অস্ত্র দ্বারা আপনার কনিষ্ঠ দৌহিত্র হোসেনের মস্তকছেদন করিবে। ঐ রক্তমাখা মুখের চিহ্নই লোহিতবর্ণের কারণ'। প্রকৃতঅর্থে ইমাম হাসান এবং হোসেনের মৃত্যুকালীন অবস্থার সাথে সাদৃশ্য রেখেই বেহেস্তে পূর্ব থেকেই নির্মিত হয়েছিল সবুজ এবং লোহিত বর্ণের গৃহ।

উপসংহার : সুতরাং বলা যায়– ইমাম হাসান ধর্মপ্রাণ মহৎ পুরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সরলতায় সে-ও আকর্ষণীয় চরিত্র। মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও তিনি ক্ষমা এবং ধৈর্যের নজির স্থাপন করে গেছেন। নবির বাক্য ও আল্লাহর বিধান অলঙ্ঘনীয়; যা আবারো প্রমাণিত হয় ইমাম হাসানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। মূলত তিনি এজিদের চক্রান্তের শিকার হন; তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী জায়েদা মায়মুনার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তিনবার ইমাম হাসানকে বিষপ্রয়োগ করেন, অবশেষে সফলতা লাভ করেন। চক্রান্তের শিকার হয়ে প্রভু মোহাম্মদের প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হাসান জান্নাতবাসী হন।